DEPARTMENT OF MUSIC
MUGBERIA GANGADHAR MAHAVIDYALAYA
4th semester . CC8 THEORY

BY P.Katham.

TEN ESSENTIAL CHARACTER OF RAGA.

রাগের দশপ্রান

স্বর ও বর্ণসংযুক্ত সঙ্গীতের এক প্রকার ধ্বনিসমাবেশ, যা শ্রোতার মনকে আন্দোলিত করে। রাগের এই ধ্বনিসমাবেশ আরোহী ও অবরোহীর একটি বিশেষ নিয়মে ঘটে, যাকে বলা হয় রাগলক্ষণ। ঠাট থেকে রাগের উৎপত্তি। রাগ তিনভাগে বিভক্ত: সম্পূর্ণ, ষাড়ব ও ঔড়ব। সাত স্বরযুক্ত রাগ সম্পূর্ণ, ছয় স্বরযুক্ত রাগ ষাড়ব এবং পাঁচ স্বরযুক্ত রাগ ঔড়ব নামে পরিচিত। রাগের এই তিনটি মুখ্য জাতি থেকে আরোহী-অবরোহীতে ব্যবহৃত স্বরসংখ্যা দ্বারা নয়টি জাতি পাওয়া যায়, যথা: সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ-ষাড়ব, সম্পূর্ণ-ঔড়ব; ষাড়ব-সম্পূণ,র্ ষাড়ব-ষাড়ব, ষাড়ব-ঔড়ব; ঔড়ব-সম্পূর্ণ, ঔড়ব-ষাড়ব ও ঔড়ব-ঔড়ব।

রাগের লক্ষণসমূহ হলো:

১. রাগ রচনায় যেকোন ঠাট থেকে স্বর নিতে হবে;

২. এতে কমপক্ষে পাঁচটি স্বর থাকবে এবং পূর্বাঙ্গ ও উত্তরাঙ্গ থেকে কমপক্ষে দুটি করে চলস্বর থাকতে হবে;

৩. রাগে আরোহী ও অবরোহী থাকবে এবং তা বিশিষ্ট নিয়ম মেনে চলবে;

৪. রাগে বাদী, সমবাদী, অনুবাদী, বিবাদী (রাগ বিশেষ), বর্জিত (রাগের নিয়ম মাফিক), জাতি, প্যকড়, সময়, অঙ্গ, আলাপ বা বিস্তার, তাল, বোলতান, বাট, সরগম প্রভৃতি থাকবে;

৫. রাগে রঞ্জকতা গুণ থাকবে;

৬. রাগে একটি বিশেষ রসের অভিব্যক্তি থাকবে;

৭. কোনও রাগেই ষড়জ স্বরটি বর্জিত হবে না;

৮. কোনও রাগেই মধ্যম ও পঞ্চম স্বর একসঙ্গে বর্জিত হবে না;

৯. কোনও রাগে একই স্বরের শুদ্ধ ও বিকৃত রূপ পাশাপাশি বসবে না, তবে ক্ষেত্রবিশেষে এর ব্যতিক্রম হতে পারে;

১০. রাগ সাত প্রকারে গঠন করা যায়: প্রথম প্রকার তিনভাগে বিভক্ত, যথা: শূদ্ধ, ছায়িরন ও সঙ্কীর্ণ। নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে গঠিত রাগ শুদ্ধ, যথা ভৈরব; দুটি রাগের সংমিশ্রণে গঠিত রাগ ছায়ালগ বা সালঙ্ক, যেমন শুদ্ধকল্যাণ (আরোহে ভূপালী, অবরোহে ইমন) এবং দুইয়ের অধিক রাগের সংমিশ্রণে গঠিত রাগ সংকীর্ণ,যেমন জয়জয়ন্তী। অবশিষ্ট ছয় প্রকার বিশেষ ছয়টি বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে গঠিত এবং সেগুলি হচ্ছে রাগের ঢং বদলে দেওয়া (পূরিয়া ও মারবা), রাগের বাদী-সমবাদী দেওয়া (ভূপালী ও দেশকার), রাগের কোমল বা কড়ি স্বরগুলি বদলে দেওয়া (কাফি ও পূরবী), রাগের স্বর কমানো বা বাড়ানো (শুদ্ধকল্যাণ ও ভূপালী), রাগের স্থান বদলে দেওয়া (দরবারি কানাড়া ও আড়ানা) এবং রাগের সময় পরিবর্তন করে দেওয়া (সুহা কানাড়া ও নায়কী কানাড়া)।

রাগসঙ্গীত একটি নির্দিষ্ট ঐতিহ্যনির্ভর সঙ্গীতরীতি। ভারতীয় সঙ্গীত ধারার ধ্রুপদ, খেয়াল, তারানা, টপ্পা, ঠুংরি ইত্যাদি শৈলীর সঙ্গে রাগ শাস্ত্রসম্মতভাবে প্রচলিত।

প্রতিটি রাগ পরিবেশনের একটি নির্দিষ্ট সময় থাকে। দিবারাত্রি ২৪ ঘন্টাকে ৮ প্রহরে ভাগ করে বিভিন্ন রাগের জন্য এই সময় নির্ধারণ করা হয়। দিন ও রাত্রির মিলনক্ষণকে বলা হয় সন্ধিপ্রকাশ কাল এবং এ সময়ে পরিবেশিত রাগ সন্ধিপ্রকাশ রাগ নামে পরিচিত। সন্ধিপ্রকাশ সময় ছাড়া রাগকে সাধারণভাবে প্রাতর্গেয়, মধ্যাহ্নগেয়, সান্ধ্যগেয় ও রাত্রিগেয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রতিটি প্রহরে কোন-না-কোন ঠাটের রাগ প্রাধান্য পায়। একটি ঠাট থেকে পরবর্তী ঠাটে প্রবেশের জন্য পরবর্তী ঠাটের ইঙ্গিতবহ যে রাগ পরিবেশন করা হয়, সেই রাগটিকে বলা হয় পরমেল-প্রবেশক রাগ। অনেক সময় বিভিন্ন রাগ পরপর এক সঙ্গে পরিবেশন করা হয়, যাকে বলা হয় রাগমালা। রাগমালা শ্রবণে শ্রোতার মনে চমৎকার মিশ্রানুভূতির সৃষ্টি হয়।